বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সভাপতি

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সহ-সভাপতি

ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
এ জেড এম সালেহ্
ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম

কোষাধ্যক্ষ

বদরুল মুনির

যুগ্ম-সম্পাদক

শেখ আলী আহমেদ টুটুল
মোহাম্মদ আকবর কবীর

সহ-সম্পাদক

নেছার আহমেদ
মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পার্থ সারথী ঘোষ
সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন

সদস্য

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
অধ্যাপক শাহানারা বেগম
ড. নাজমুল ইসলাম
ড. শাহেদ আহমেদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী
অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া
মেহেরুননেছা
মোঃ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান
খোরশেদুল আলম কাদেরী

তারিখ: ০৪ অক্টোবর ২০২৪

প্রিয় সদস্য,

আপনি নিশ্চয় জানেন, বাংলাদেশের চার হাজার পেশাজীবী অর্থনীতিবিদের সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ বিভাগ (নিবন্ধন নং ঢ-০১৯৭৮) ও ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক অ্যাসোসিয়েশনের (আইএ) নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদগণ এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস; শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ অতীতে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক গত ১৮-০৫-২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় তিনজন নির্বাচন কমিশনারের পরিচালনায় নির্বাচনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম প্যানেল এবং ড. মোঃ মুজাফফর আহমেদ ও সৈয়দ মাহবুব-ই-জামিল প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সমিতির বিপুলসংখ্যক সদস্যের স্বতোঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ভোটকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি প্যানেলের পোলিং এজেন্টের সরাসরি উপস্থিতিতে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও প্রক্রিয়ায় ভোটগ্রহণ শেষেই ভোটগণনা হয় আন্তর্জাতিকমানের নির্বাচনী ভোটগণনার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। বিশাল অডিটরিয়ামে সকল প্রার্থী ও সমিতির সদস্যের উপস্থিতিতে ভোটগণনার প্রক্রিয়া বিশদ ব্যাখ্যা শেষে বড় স্ক্রিনে প্রতিটি ভোটের তথ্য সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম-এর প্যানেল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২৯টি পদের মধ্যে ২৮টিতে জয়লাভ করে এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়ার পর পরাজিত প্যানেলের নেতৃবৃন্দ ও সকল প্রার্থী ভোট গণনা ও নির্বাচন কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তিনজন নির্বাচন কমিশনারকে ধন্যবাদ জানান এবং বিজয়ী প্যানেলের সকলকে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানান। অর্থনীতি সমিতির ২২তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচন বিষয়ে পরপর দুই দিন দেশের সকল জাতীয় দৈনিক ও গণমাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সরকার পতনের পর ১০-১২ জন ব্যক্তি অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচনে পরাজিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জনাব সৈয়দ মাহবুব-ই-জামিল, জনাব মোঃ মোসলে উদ্দিন (রিফাত), জনাব আগা আজিজুল ইসলাম চৌধুরী-এর নেতৃত্বে অধ্যাপক ড. মোঃ আজিজুর রহমান, জনাব সজল চন্দ্র দাস, জনাব মোঃ আলতাব হোসেন, জনাব মোহাম্মদ ইউনুস, জনাব মোহাম্মদ আলীসহ আরও কয়েকজন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপে 'বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি' ব্যানারে ঐতিহ্যবাহী এই সমিতির নেতৃত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অপপ্রচার, কুৎসা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে আসছেন এবং সমিতির ভবন দখল ও কার্যক্রম বন্ধের হুমকি দিয়ে "নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটি" উৎখাতের হুমকি দিয়ে ২৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বিকেল ৩:০০টা হতে ৪:৩০টা পর্যন্ত সমিতি ভবনে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয় এবং ও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ পাল্টা কার্যক্রমের ঘোষণা দিয়ে তথাকথিত একটি এডহক কমিটি গঠনের কথা জানায়। গত ৩ অক্টোবর তথাকথিত ওই এডহক কমিটির ১০-১২ জন সদস্য সমিতির ইস্কাটনস্থ ভবনের মূল গেইট, ১তলা ও ২তলার কলাপসিবল গেইটের তালা ভেঙ্গে সমিতি ভবন দখলে নেওয়ার ঘোষণা দেয় এবং পরে নিজেদের তালা লাগিয়ে সমিতি অফিসের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির আহ্বানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে বিষয়টি দেখে যায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটানোর জন্য তাদের পরামর্শ দেয়।

ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
Website: www.bea-bd.org

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সভাপতি

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সহ-সভাপতি

ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
এ জেড এম সালেহ্
ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম

কোষাধ্যক্ষ

বদরুল মুনির

যুগ্ম-সম্পাদক

শেখ আলী আহমেদ টুটুল
মোহাম্মদ আকবর কবীর

সহ-সম্পাদক

নেছার আহমেদ
মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
পার্থ সারথী ঘোষ
সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন

সদস্য

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার
অধ্যাপক শাহানারা বেগম
ড. নাজমুল ইসলাম
ড. শাহেদ আহমেদ
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী
অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া
মেহেরুননেছা
মোঃ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান খান
খোরশেদুল আলম কাদেরী

বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে অনেক সমস্যা-সংকট-ক্রান্তিকাল মোকাবিলা করেছে, হাজার হাজার আপনাদের এই সমিতি সেসব ক্রান্তিকালের স্বাক্ষীও হয়েছে। কিন্তু সমিতির ইতিহাসে এ ধরনের সমাজবিরোধী কর্মকান্ড কখনো ঘটেনি। এ অবস্থায় সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রমে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে, যা খুবই দুঃখজনক।বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির কার্যক্রম নিয়ে সদস্যবৃন্দ তাদের মতামত ও ভূমিকা রাখার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন। সমিতির গঠনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ ও সমাধানের পথও খোলা রেখেছে। এ জন্য ৫০ বছর আগে প্রণীত গঠনতন্ত্র সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে যুগোপযোগীও করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের দুটি ধারা রয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

“১৪.৪ কার্যনির্বাহক কমিটি দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণ সভা ও নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিলে ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী অংশের লিখিত দাবী সম্পাদকের নিকট পেশ করণ সাপেক্ষে তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। লিখিত দাবী পেশ করিবার দুই মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহক কমিটি সাধারণ সভা আহবান না করিলে তলবকারী সদস্যগণ তলবী সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন এবং নূতন কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তলবকারী সদস্যদের শতকরা বিশ ভাগের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.৫ অন্তবর্তীকালীন সময়েও তলবী সভা আহ্বান করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তলবকারীর সংখ্যা ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে হইবে এবং তলবকারী সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশের উপস্থিতি সংখ্যাপূর্তি বলিয়া গণ্য হইবে।”

উল্লেখ্য, অর্ধশতক আগে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ও দেশে-বিদেশে সুপরিচিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন সদস্যের সমস্ত রীতি-নীতি-আইন-কানুনবিরোধী কর্মকান্ডে দেশে-বিদেশে গুরুতর ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্ব ও সদস্যরা প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন এবং আপামর মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ও ভাগ্য উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে নিরলস কাজ করেও এমনতর অশোভন-অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়বে, তা নিবেদিতপ্রাণ ও নির্মোহ প্রতিটি সদস্যকে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করছে।

এমতাবস্থায় – যেহেতু, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটি আপনার মূল্যবান ভোটে নির্বাচিত হয়েছে, যেহেতু সমিতির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিনষ্ট ও স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ে সংকটে রয়েছে – সেহেতু আপনার সুচিন্তিত ও মূল্যবান মতামত এবং ভূমিকা কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ফোন: ৮৮০-০২-২২২২২৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
Website: www.bea-bd.org